বুধবার ৫ অক্টোবর ২০২২ ॥ ২০ আশ্বিন ১৪২৯

আমাদের সময়

প্রকাশিত সংবাদে ইসলামী ব্যাংকের প্রতিবাদ

গত ২ অক্টোবর দৈনিক আমাদের সময় পত্রিকার প্রথম পৃষ্ঠায় প্রকাশিত 'আইন ভেঙে নাবিল গ্রুপকে ৬৩৭০ কোটি টাকা ঋণ' শীর্ষক সংবাদের প্রতিবাদ জানিয়েছে ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ ও স্যোশাল ইসলামী ব্যাংক।

ইসলামী ব্যাংকের বক্তব্য : নাবিল গ্রুপকে দেওয়া ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশের বিনিয়োগের বিষয়ে যে তথ্য প্রকাশিত হয়েছে তা যথাযথভাবে উপস্থাপিত হয়নি। ১৮ বছর ধরে সুনামের সাথে ব্যবসা পরিচালনা করে নাবিল গ্রুপ বর্তমানে ১৫টি প্রতিষ্ঠানের বৃহৎ শিল্প গ্রুপে পরিণত হয়েছে। বাংলাদেশের কৃষি-শিল্প ও ভোগ্যপণ্য উৎপাদনে এ গ্রুপ গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে। এ ছাড়া চাল, ডাল, গম, চিনি ও ভোজ্যতেলের অন্যতম বৃহৎ সরবরাহকারী হিসেবে কাজ করছে এ প্রতিষ্ঠান। এ গ্রুপের মাধ্যমে প্রায় ১৫ হাজার মানুষের কর্মসংস্থান হয়েছে। ইসলামী ব্যাংকের সাথে এ গ্রুপের ২০০৫ সাল থেকে ব্যবসায়িক সুসম্পর্ক। এখন পর্যন্ত এ গ্রুপে বিনিয়োগ কখনো খেলাপি হয়নি। গ্রাহকের ব্যবসায়িক স্থাপনা, চলতি মূলধনের প্রয়োজনীয়তা, ব্যবসায়িক দক্ষতা ও অভিজ্ঞতা এবং সরবরাহ ব্যবস্থাপনাসহ অন্যান্য বিনিয়োগ নীতিমালা ও নিয়ন্ত্রক সংস্থার নির্দেশনা অনুসরণ করেই বিনিয়োগ প্রদান করেছে ইসলামী ব্যাংক। সম্প্রতি আমদানি বৃদ্ধি, ডলারের রেট বেড়ে যাওয়া এবং নাবিল গ্রুপের ব্যবসা সম্প্রসারিত হওয়ায় যথাযথ মূল্যায়ন করে পর্যাপ্ত জামানত গ্রহণ ও ব্যাংকের নিয়মাচার মেনেই তাদের বিনিয়োগ সীমা বৃদ্ধি করা হয়েছে। এ বিনিয়োগকৃত অর্থ তাদের ব্যবসায়িক কর্মকাণ্ডেই ব্যবহৃত হচ্ছে।

সোশ্যাল ইসলামী ব্যাংকের বক্তব্য : সোশ্যাল ইসলামী ব্যাংকের গ্রাহক নাবিল গ্রুপের তিনটি প্রতিষ্ঠানের বিনিয়োগ অনুমোদন সম্পর্কিত প্রতিবেদনটি যথাযথ তথ্যভিত্তিক নয়। ওই গ্রাহককে যথাযথ নিয়ম অনুসরণ ও ব্যবসায়িক চাহিদা মূল্যায়ন করে এবং গ্রাহকের দীর্ঘদিনের ব্যবসায়িক অভিজ্ঞতা বিবেচনা করে বিনিয়োগ অনুমোদন দেওয়া হয়েছে, যা একক গ্রাহক সীমার মধ্যে রয়েছে। দেশে খাদ্যদ্রব্য ও নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যসামগ্রীর চলমান চাহিদা ও সরবরাহ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে অনুমোদিত বিনিয়োগের একটি অংশ বিতরণ করা হয়েছে। বিতরণকৃত বিনিয়োগের বিপরীতে পর্যাপ্ত সহজামানত (এফডিআর) লিয়েন রাখা আছে।

প্রতিবেদকের বক্তব্য : বাংলাদেশ ব্যাংকের পর্যবেক্ষণ প্রতিবেদনের ভিত্তিতে সংবাদটি প্রকাশ করা হয়, যার কপি দৈনিক আমাদের সময়ের কাছে সংরক্ষিত আছে। এ ছাড়া একক গ্রাহকের আইনি সীমা লঙ্ঘন করে ব্যাংক তিনটি নাবিল গ্রুপকে যে বিনিয়োগ করেছে, তার ব্যাখ্যাও প্রকাশিত সংবাদে যথাযথভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে। তাই প্রতিবেদনটি তথ্যভিত্তিক নয় বা যথাযথভাবে উপস্থাপন করা হয়নি এমন বক্তব্যও ঠিক নয়। এ ছাড়া নাবিল গ্রুপের নিজস্ব ওয়েবসাইটে উল্লেখ আছে– এক হাজারের মতো কর্মসংস্থান সৃষ্টির কথা।